



মুনাজ আহমেদ নূর

মুনাজ ইঞ্জিনিয়ার হতে ইচ্ছুক

(স্টাফ রিপোর্টার)

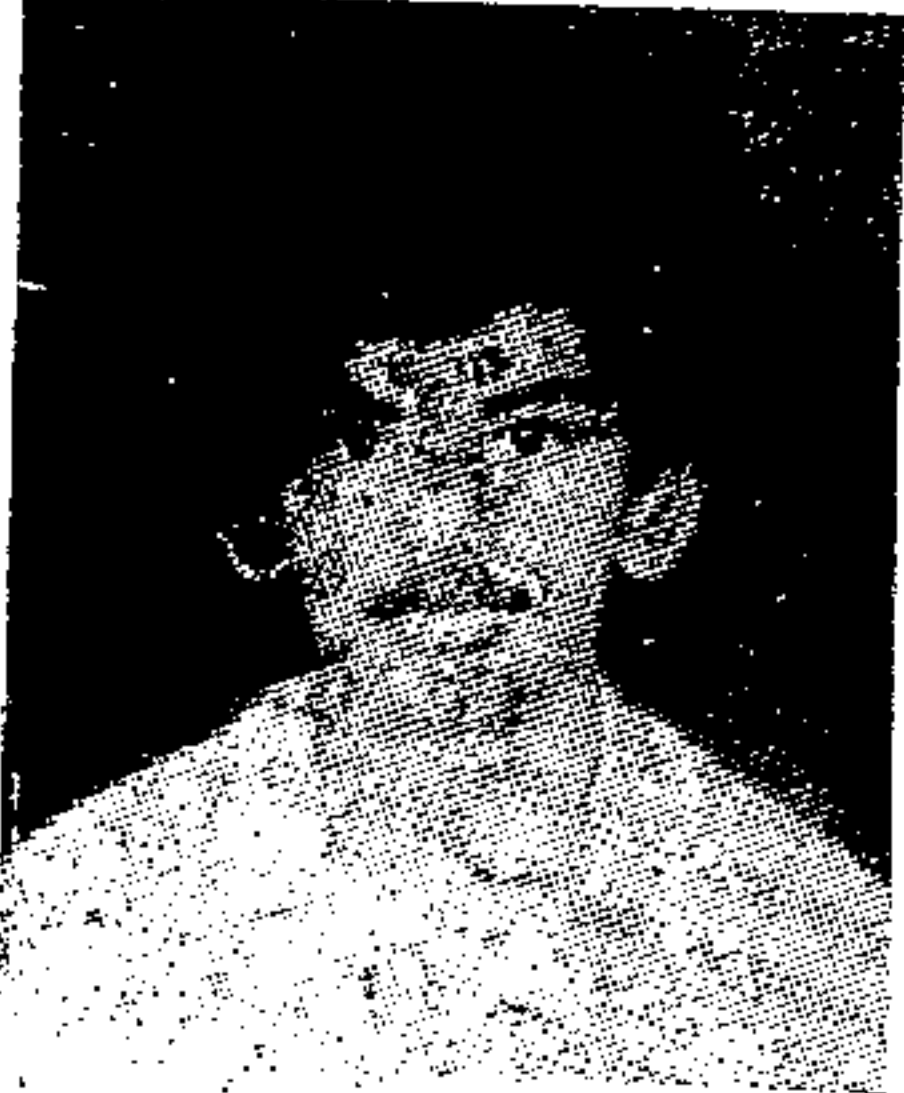
মুনাজ আহমেদ নূর এবার কুমিল্লা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় সাক্ষরিত মেধাভালিকার শীর্ষস্থান দখল করেছে। ফোর্জ-হারহাট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মুনাজ বিজ্ঞানে চার বিষয়ে লেটারসহ ৯০১ নম্বর পেয়েছেন।

নিরবাস শাস্তি, নিয়মিত পড়াশুনা এবং পারিবারিক ঐতিহ্যই মুনাজকে এই উজ্জ্বল সাফল্য এনে দিয়েছে। মুনাজ জানান: পারিবারিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে স্নাতকোত্তর পর্যায় পড়াশুনার মধ্যে থাকার জন্যে তার সব সময় চেষ্টা ছিল এবং সফলও হয়েছে।

কৃতি ছাত্র মুনাজ আরও জানান ভাল ফল করতে তাকে কলেজে নিয়মিত চার ঘণ্টা এবং ছুটিতে বাসায় এলে নিয়মিত ৮/৯ ঘণ্টা পড়তে হয়েছে। পড়াশুনার ফলে মুনাজ ফুটবল, হকি, ক্রিকেট বাস্কেট বল ইত্যাদি খেলাধুলায় ব্যস্ত থেকেছেন। খেলোয়াড় হিসাবে কলেজ টিমেও তার নাম রয়েছে।

ভবিষ্যতে মুনাজ একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন। তার সব স্ট্যাম্প সংগ্রহ করা। ফুটবলে আবাহনীর সমর্থক মুনাজের প্রিয় ক্রিকেট দল পাকিস্তান এবং প্রিয় উপ-ন্যাসিক শংকর ও হুমায়ুন আহমেদ।

মুনাজ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে এম মহসীন ও নূরজাহান মহসীনের দ্বিতীয় পুত্র।



অলক সুতথর

বই পড়া ও টেনিস খেলা অলকের শখ

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় অলক সুতথর ষষ্ঠ স্থান লাভ করেছেন। ঢাকা কলেজের কৃতি ছাত্র অলক চার বিষয়ে লেটারসহ ৯০৭ নম্বর পেয়েছেন।

অলক ভাল রেজাল্টের জন্যে নিয়মিত পড়াশুনা করেছেন। তার আলাদা কোন টিউটর ছিল না। বই পড়া থেকে সে প্রাইভেট টিউটরের কাছে গিয়েছে।

কৃতি ছাত্র অলক জানান: সে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশুনা করতে আগ্রহী। তার শখ বইপড়া ও লন টেনিস খেলা।



শামসুল আবেদীন

শামসুলের আগ্রহ ফুটবল ও ক্রিকেটে

(স্টাফ রিপোর্টার)

রাজশাহী বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় সাক্ষরিত মেধাভালিকার ৯০০ নম্বর পেয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছেন রাজশাহী

জিয়া একজন গণিত সৈনিক হতে চায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

যশোর বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকারী জিয়া হাসান চৌধুরী একজন গণিত সৈনিক হতে চান। কিনাই দহ ক্যাডেট কলেজের ছাত্র জিয়া চার বিষয়ে লেটারসহ ৯১০ নম্বর পেয়েছেন।

ভাল ফল করতে জিয়া হাসান নিয়মিত পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা করে পড়াশুনা করেছেন। তার বাবা জহুরুল হক কুষ্টিয়া টেকনি ক্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ।



গুলশান সাদিয়া

নিয়মিত পড়াশুনা সাদিয়ার সাফল্য এনেছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

গুলশান আরা সাদিয়া এবার ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় গাছস্থ, অর্থনীতি বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছেন।

নিয়মিত পড়াশুনাই তার এই সফলতা এনে দিয়েছে বলে সাদিয়া জানান। তার বাবা ময়নামত মানসুর আল ফারুকী রোডে বাসা দেশ-এর সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক ছিলেন। তার মা জুলখা ফারুকী একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন।



এহসানুল করিম

কঠোর শ্রমেই নাজিম সফল হয়েছে

(স্টাফ রিপোর্টার)

এহসানুল করিম নাজিম এবার ঢাকা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় সাক্ষরিত মেধাভালিকার সপ্তম স্থান দখল করেছেন ঢাকা কলেজের ছাত্র নাজিম চার বিষয়ে লেটারসহ ৯০৬ নম্বর পেয়েছেন।

কঠোর শ্রম আর অধ্যবসায়ই নাজিমকে এ সাফল্য এনে দিয়েছে। পড়ার ফলে কৃতি ছাত্র নাজিম অবসর কাটিয়েছেন গান শোনে ও খেলা দেখে। তার শখ বই পড়া।

এহসানুল করিম নাজিম কম্পিউটার বিষয়ে পড়াশুনা করে ভবিষ্যতে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন। নাজিম তার বাবা-মা প্রফেসর আনোয়ারুল করিম ও মিসেস ফরিদা আনোয়ারের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ক্যাডেট কলেজের ছাত্র মোঃ সামছুল আবেদীন ওরফে শ্যামল। শ্যামল এসএসসিতেও ষষ্ঠ স্থান লাভ করেছিলেন।

তার বাবা জয়নাল আবেদীন ভূইয়া বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের রিজিওন্যাল ম্যানেজার। মা একজন শিক্ষিকা। শ্যামলের ছোট ভাই কামরুল আবেদীন গত এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা বোর্ড থেকে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

শ্যামল ভবিষ্যতে প্রকৌশলী হতে চান।

শ্যামল প্রতিদিন গড়ে ৬/৮ ঘণ্টা পড়াশুনা করেছেন। পড়াশোনায় উৎসাহ দিয়েছেন বাবা, মা ও শিক্ষকগণ। লেখাপড়ার বাইরে ওর পছন্দ ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা।